20th Year, 1st Issue
January 2023
Bookfair Issue
২০ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
জানুয়ারী ২০২৩
বইমেলা সংখ্যা

Suggested contribution : Rs. 10/-

স্বকণ্ঠে
in our own voice

A
Sappho Publication
একটি
'স্যাফো' প্রকাশনা

প্রস্তাবিত অনুদান : ১০ টাকা

for the rights of sexually marginalised women & transmen

আমাদের কথা

'আমাদের কথা' নিয়ে আবার হাজির হলাম আমাদের প্রিয় পাঠকদের কাছে। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। ২০২২ আমাদের সকলের কেটেছে মোটের ওপর ভালোয়, মন্দয়। কথায় বলে সময় নদীর মত, বয়ে চলে অবিরল, সমুখে। কিন্তু এগিয়েছি কতটা আমরা সময়ের সাথে, মননে? পিতৃতন্ত্র অত্যন্ত আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক ভাবে বারংবার ফিরে এসেছে। আমাদের কথোপকথন নিয়ে এগোনোর আগে তাই আমরা কিছু মুহূর্তের জন্যে মনে করে নেবো আমাদের সেই সব বন্ধুদের কথা, যারা প্রাণ হারিয়েছেন এই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, শুধুমাত্র তাদের লিঙ্গ-যৌন প্রান্তিক পরিচিতির জন্যে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯শে নভেম্বর ২০২২, কলোরাডোর 'কিউ' নামক একটি LGBTQ নাইট ক্লাবে বন্দুকবাজির ঘটনা। এই বছর ফুটবল বিশ্বকাপে ঘটে গেল আরও একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কাতারের ফিফা অ্যাম্বাস্যাডর বলেন,"সমকামিতা একটি মানসিক বিকৃতি"। তার প্রতিবাদে ১৩টি দেশ সিদ্ধান্ত নেয় তাদের প্রতিটি খেলোয়াড় 'One Love' নামক আর্মব্যান্ড পরবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি, ফিফা তৎক্ষনাৎ নির্দেশ জারী করে, এই আর্মব্যান্ড পরে কোনো খেলোয়াড় মাঠে খেলতে নামলে তাকে হলুদ কার্ড দেখানো হবে, যুক্তি ছিল অন্য কোনো ব্র্যান্ডিং করা যাবে না ফিফা ছাড়া। কিছুদিন আগেই একটি খবরে শোনা গেছে যে, আমাদেরই দেশের কোনো এক রাজনৈতিক নেতা বলেছেন সমকামী সম্পর্ক আইনত বৈধ হলেও, সমকামী বিবাহ ভারতীয় সংস্কৃতি বিরুদ্ধ। এইসমস্ত ঘটনাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় লড়াই এখনো জারি। প্রশ্ন করা থামিয়ে দিলে চলবে না। লড়াই এর একধাপ পেরিয়ে আজ আমরা ৩৭৭ ধারা প্রাপ্ত দাগী আসামী নই, কিন্তু নিজেদের সুরক্ষিত রাখার কোন আইন নেই আমাদের। কুইয়ার মানুষদের উপর সংঘটিত হিংসা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

তবে এর পাশাপাশি আরও কিছু সুখবর পাঠকদের জানতে চাইব। ২০২২ সালের ভারতীয় সংবিধান দিবসে, আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট LGBTQIA+ সম্প্রদায়ের জন্য একটি 'Sensitization Module' প্রকাশ করেছেন যার লক্ষ্য হল বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য আইনি কর্মীদের LGBTQIA+ সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতন করা এবং সংবেদনশীল করে তোলা। আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট গতবছরেই আরও একটি ঐতিহাসিক রায় দেন, গর্ভধারণে সক্ষম যে কোনো ব্যক্তি নিরাপদ এবং আইনি গর্ভপাতের সুবিধা পাবেন। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (NMC), ভারতের চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বলেন যে "Conversion Therapy" কে অসদাচরণ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং যদি কোন চিকিৎসক এই পন্থা অবলম্বন করেন,সেই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সমস্ত রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলকে চিঠি পাঠাবেন।

স্যাফো ফর ইকুয়ালিটি লিঙ্গ-যৌন প্রান্তিক সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং এই মানুষজনের দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তি তৈরি করে এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নানাবিধ সংবেদনশীল অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে হোমোফোবিয়া এবং ট্রান্সফোবিয়া মোকাবিলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছর আমরা প্রথমবার 'মনের পাঠশালা' নামক একটি কর্মশালার আয়োজন করি যেখানে মনোবিদরা এবং মনোবিজ্ঞানের পাঠকরা যোগদান করেন। এই কর্মশালার একটা বৃহত্তর কারণ হল ভবিষ্যতে মনোবিদ এবং মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে লিঙ্গ-যৌন প্রান্তিক মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন।

আরও একটি খবর না জানালেই নয়, গতবছরেই ডিসেম্বর মাসে 'দার্জিলিং টুরিজম ফেস্টিভ্যালে' অংশগ্রহণ করেছে লোপচু, পেশক, মাংমায়া একক নারী সংগঠন, স্যাফো ফর ইকুয়ালিটির সাথে যুগ্মপ্রয়াসে, যেখানে তাদের নিজের হাতে তৈরি করা বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির জন্যে রাখা হয়। স্যাফো ফর ইকুয়ালিটি এই সামগ্রী তৈরির জন্যে প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করে এই মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্যে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্যাফো ফর ইকুয়ালিটির প্রযোজনায় ও দেবলীনা মজুমদারের পরিচালনায় "পড়শী নীলের আরশিনগর" মুক্তি পেয়েছে আগের বছর "ডায়ালগ্‌স্‌ : ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশানাল LGBTQIA+ ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও ফেস্টিভ্যালে''। এই ছায়াছবির গল্প আমাদের সবার প্রিয় নীলের জীবনের। তার রূপান্তরকামী পুরুষ সত্তার, তার পরিবারের, তার বন্ধুদের, তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের, জীবনযুদ্ধের, একজন আদ্যন্ত নারীবাদী রূপান্তরকামী পুরুষ হিসেবে যে যাপন-রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে নিজের জীবনে। নীলের বিশ্বাস ও লড়াইটা আসলে আমাদের সকলেরই লড়াই, যার লক্ষ্য শুধু মাত্র কিছু আইনী পরিবর্তন আনা নয়, বরং এক বৃহত্তর সামাজিক বদলের, বৈষম্য মুক্ত পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবার অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে।

Epitome of Patriarchy? Think Again!

Meena Saraswathi Seshu, Laxmi Murthy, Aarthi Pai

Is sex work violence against women and does it represent the epitome of patriarchy? Some feminists argue that sex work reduces the female body to an object of sexual pleasure to be exploited by any male. This is an argument consistent with patriarchal notions of protection, reverence and control, the construction of women as a devi (goddess) the dasi (slave) or the Veshya (prostitute).

However, women in sex work refer to the exchange of money for the sexual service provided as 'business' or 'dhanda'. Sex work, or a well-defined sexual service provided for a mutually agreed price moves beyond the dichotomy of "prostitution" either as a human rights violation, a modern form of slavery or as the exercise of the right to work. This binary understanding of prostitution as either an act of slavery or as work is problematic as it pits two human rights against each other: freedom from slavery and victimhood on the one hand versus choice and the right to work on the other. The discourse fails to recognize the dynamics of an institution that encompasses a wide spectrum of elements from violence and exploitation at one end to autonomy and agency to choose the best possible options, on the other. The politics of the female body, female sexual conditioning, and sexual control need to be broadened, and the complexities teased out.

Collectivization and control

Women in sex work in Sangli got collectivized in the mid-1990s, under the banner of the Veshya Anyay Mukti Parishad [VAMP]. Thus began the journey to unravel some of the conversations and experiences as articulated by these women and to explore the tremendous challenge women in sex work posed to the family structure, system and its values. Not only do women in sex work reject the moral double standards forced on them by mainstream society (A Statement of women in prostitution, 1995) but they actually challenge`values' that govern sexual experience and sexual work.

VAMP defines sex work as 'adult, monogamous or polygamous sexual partnerships within a commercial context'.The contexualisation of sex work is therefore critical: between consenting adults and where the exchange of money is part of a contract between two or more individuals, the terms of which are controlled by the person/woman offering the service. The business of sex work is structured to confine the sexual act to a specific service. The terms of the contract are clear and cannot be violated. The structure within which sex work is practiced ensures that the terms are adhered to emphasizing the control women and brothel owners have over their clients.

"The regular man in our lives is the *malak*. He is like a live-in husband who we 'keep'. We believe in multiple *malaks* - as the

saying goes '*ek undher, ek bahar, ek bimar ek tayaar*'! (One who is hidden, one open, one when ill and one always on call)," say members of VAMP. If a woman in sex work opts to stay with one man and conduct her '*dhanda*' (business), she does not change her name. She continues to occupy her own residence and in fact, it is the man who comes to stay with her. Very often, if she seeks a separation from him, it is done on her terms though it can turn violent. In the work place, she is more than equal to the male client and often controls the conditions of the transaction, unlike in traditional patriarchal marriages.

Sex workers experience control over their bodies differently. Working without consideration/payment, whatever the amount may be is almost unheard of. "Even with the men we 'keep' as *malaks*, free services are frowned upon. There are numerous stories and narratives. *Har Raat suhag raat, sakkali utun smashan ghat!* (Every night is like the first marriage night; the day after it's the crematorium) is a common narrative that speaks to the transient male in the partnership, both emotional and financial. While love plays a big role it does not necessarily include duty, the relations between men and women in sex work is not clothed in hypocritical terms or disguised as ideal and honorable. Relations between men and women in sex work though male oriented are conducted from the female point of view which does not accept the 'sacredness' and 'sanctity' of heterosexual monogamous relationships.

Motherhood and kinship

In terms of reproduction, for sex workers, the 'seed' is unimportant. When women become pregnant, they do not accept the customer as the father of their children. The service to the customer is over and the relationship with him is also over once the terms of the service provided are over.

Most women enjoy being mothers and willingly accept the responsibility, sharing strong bonds with all their children, irrespective of who fathered them. The current lover or malak assumes the role of father and in many instances even lends his name, if needed, for official purposes such as school. The women themselves prefer to retain their maiden names and often have their mother's name as their middle name. The fact that the biological father is not known has no impact on the community. The child is not considered 'illegitimate' and has all the legal rights over his/her mother's property.

The emphasis is always on being a mother rather than the furtherance of a family name. The divide of sexuality for pleasure and sexuality for reproduction is not clearly demarcated. Since reproduction is not a major goal, women in sex work are treated less as property or a means to an end. Thus, they share more fruitful and open relationships with the men in their own communities while also exercising more control over their bodies.

Providing sexual services

VAMP argues that casual sex could be a physical act stripped of emotion, can be initiated by women, can be used in a commercial context and even be pleasurable. They state that there is nothing sacred about sex and it can be offered as a service for monetary gain. Within the brothel context and especially where brothels are demarcated by caste and geography the atmosphere is of a close-knit community. Allied services of serving alcohol or creating an ambience are all services paid for and specifically defined by components of this community rather than the woman who actually offers the sexual service. Women who walk the streets and provide services are also governed by the same rule of specific service for a specific price. Their historical proximity to the entertainment industry has also influenced this way of thinking among the women.

In contrast, the moral value of 'chaste womanhood' is centered on monogamous heterosexual relationships within marriage for reproduction. Such reproduction is held sacred in order to preserve the purity of descent and ensuring continuity through male lineage. The acceptance of female passion is also vehemently denied . Such passion acquires the status of 'impure desires'. This thinking also frowns upon the explicit use of sexual parts of the female body and the overt use of the sexual self, deeming it immoral. Many women who refuse to accept the norm are deemed bad and are labeled "slut, tart, whore" or 'fallen' woman. Once deemed `bad'; women who occupy the spectrum from 'loose via immoral to whore'; pay a heavy price and are often, stigmatized, violated and ostracized.

Clients too are not a monolithic entity. "Men who come to us are of many kinds. We think many of them are different but not abnormal. For instance, the man who pays just to be able to oil and comb long hair or the one who pays to massage us or the one who just wants us to ride on his motorbike the whole night long or the one who pays to just talk to us about his office issues or problems with his wife?"

Violence of stigmatization

Stigmatization, which has its roots in the standards set by patriarchal morality, is experienced as the major factor that prevents women from accessing their rights. Rights denied due to discrimination include: freedom from physical and mental abuse; the right to education and information; health care, housing; social security and welfare services. The most basic of all is the denial of the right to working in the 'business of making money from sex'.

VAMP claims that this perspective with emotional and financial backing is a potent salve for newcomers into the business who have been abused by mainstream patriarchal society. It is the *randi* [whore] stigma that pushes women in sex work outside the rights framework, effectively cutting them off from privileges and rights supposedly accorded to all citizens irrespective of what they do for a living.

However the challenge to patriarchy is not painless. It is precisely because sex work constantly challenges patriarchy, stereotypes and the normative understanding of feminine sexuality that it evokes a sense of unease and agitation amongst those seeking to bear the torch of patriarchy. These attempts at self-expression are often seen as individual defiance and more often result in her humiliation. The struggle for challenging patriarchy has been taken up by a very unassuming group of women and needs to be given space in mainstream discourses on patriarchy.

Exploring feminist inclusion

While victimhood and exploitation are easy to empathize with and mobilize around, money for sex has engendered not just noisy public debate, but quiet squeamishness even among feminists who should argue that rendering sexual services for money must be regarded as a legitimate livelihood option. Even feminists who advocate liberation from restrictive sexual mores have generally not addressed commercial sexual transactions.

Any dialogue has been difficult due to the awkwardness, hesitation and hostility from feminists towards sex workers and those working for their rights. This antagonism is puzzling, given that the natural ally for the sex workers' rights movement should have been the feminist movement, since it is precisely this arena of intense thought and action that has revolutionized perspectives on sexuality and labour, the fields that intersect with sex work.

At the core of feminist discomfort regarding sex work might be the notion that sex with multiple partners, especially casual sex, is inherently exploitative, violent or disgusting. The growing recognition of male and transgender sex workers has not led to rethinking or reframing of classic feminist positions around the "poor helpless prostituted victim". The women's movement has, for several decades now, engaged with issues related to the body. Where contraception and fertility control mark the convergence of female sexuality and reproduction, sex work marks the convergence of female sexuality and work. This is a convergence that has demanded a complex response.

However, continued conflation of “sex trafficking” with sex work by feminists has further led to the muddying of waters and shrinking of space for sex workers' voices. In many ways the discourse on sex work has been hijacked by the "sex trafficking" discussion and also by the continued emphasis on sex work as violence, obliterating all other discussions that need to occur to ensure women in sex work a free and safe working environment and agency.

Feminist theory and practice-a powerful liberatory force challenging inequities in every sphere seemed to have faltered, and even failed, when it came to the issue of sex work. Feminists and sex workers have only recently begun to talk to each other. New learning needs to occur within feminist theory to include the experiences of these women who stand beyond the margins and have a different story to narrate.

In conclusion, moral and ideological frameworks have marginalized the contribution of women in sex work have failed to understand the lives of women who live outside accepted societal norms. From outrage over the exploitation of women's bodies to pity for the hapless victims of male lust, from force to choice, from violence to exploitation, the debates rage while sex workers go about the daily business of earning a livelihood by providing sexual services for money.

- *Ms. Meena Saraswathi Seshu is the General Secretary of the Sampada Grameen Mahila Sanstha [SANGRAM], a women-centered organization that builds solidarity among diverse and marginalized communities by using a rights-centered approach to self-determination that organizes the voiceless to collectivize.*
- *Laxmi Murthy is a journalist and writer based in Bangalore. She has co-edited with Meena Seshu, 'The Business of Sex' (Zubaan, New Delhi).*
- *Ms. Aarthi Pai is the Executive Director of Sampada Grameen Mahila Sanstha, an organization based in Sangli, India, which works for the empowerment of people in sex work.*

I'm Home

Nu

Lately, I've been thinking about homes and people- do we find homes in people, places or ourselves? And once we find a home - what ensures its permanence? What does it look like? Is it accessible? Is it affirming? An ex once told me that she doesn't see a home in anyone - she enters people's homes, and when the time comes to say goodbye, she exits. I would like to allude to something a friend said - that the moment someone I used to call my home leaves my life, the structure doesn't diminish - or I don't become homeless. In fact, that structure only becomes bigger to house more individuals.

Presently, I believe my home rests on a shaky foundation. Having little to no reference point of who to love, how to love, when to love and why love, I grew up trying to love cis men because that seemed the most typical for me. Me, who approached love because I felt it offered me something plentiful, something I lacked on my own, something my disabled queer body lacked and something that needed fulfillment. Isn't that why we've been taught to fall in love? In order to complete ourselves? A heteronormative able-bodied culture has always taught me that this is right - and that all my problems would suddenly disappear the moment someone chose to love me, or even remotely like me because my disabled curved queer body is undesirable.

Love for me has always meant dependence - at 9 years old when my mom carried me to school because I had no mobility function - that was love for me. At 12 when I couldn't climb the stairs and my classmate helped me up, that was love for me. At 19 when I was sexually abused in my first relationship, I told myself - "but he helps me cross the road and takes me to places. So it's okay if he assaults me because I don't know who else would help me if not him." This was at a stage in my life when I had no language to articulate my abuse or affirm my identity. Inevitably then, safety for me has always meant dependence and staying in abusive relationships because they provided me predictability and physical and emotional dependence. When I think of words like safety, love and dependence - they always have finite meanings and a limited supply. What, moreover, is the measurement of a healthy relationship rooted in anti-ableism and queer affirmation as someone who exists with multiple marginalities and queerness? How do we measure such a relationship when the very basis of human behavior is ableist? How do I, as a disabled queer person, know what exactly I need and deserve when I've always been told that asking for help makes me weak and that I should loathe my body. Is there a guidebook that describes queer disabled love, what to do after you finally have it, and then what to do after it ends? All my exes have shaped my identity and the trauma that I carry with me. Every relationship, I've discovered, counts as a reference point, a recognition that I never received in my predominantly cis heterosexual childhood, a starting point from which to name my disabled queer self and call myself home. While my home was always wide open, I've found that the real ones that have stayed have always been my chosen family.

We grow up living and learning that intimacy codes must be perfected. Intimacy lies in a successful exchange of eye contact (not too much nor too little), in a "perfectly shaped" haircut that makes you "look" queer and therefore approachable, and it lies in the aesthetic of something that confirms your identity. How do we reclaim a dating culture devoid of the politics of appearance, the politics of agency, and the politics of taking up space? Can we ever get rid of the heterosexual ghost that haunts our queer relationships? Or should we be content with 377 and the bare minimum that comes along with it?

In order to untangle and weave a love that I can call my own, away from cis queer expectations of identity or disabled expectations of inspiration, I do believe I have a long way to go. Maybe love lies in the small nook of my chest, something that my past lovers have often overlooked. Maybe the world has taught me to feel like I'm not enough for myself, I'm too short or too anxious or too disabled and that I need to seek someone out to feel complete. But this is me, emotionally fearless with plenty of love to give (after a million heartbreaks) and navigating grief, care and radical love.

- *Nu is an award winning writer and founder of UN recognized Revival Disability India. They mostly find home in their work and their disabled queer body.*

'Revisiting, Rethinking and Hoping...'

Meghjit Sengupta

Graduating from school was one of my greatest achievements in life. It is not because I was lucky enough to study in one of the best all-boys schools in central Kolkata. It was also not because I scored really well in my final board exams. I thank all my lucky stars that I could come out of a place that was so unkind to me when all I ever wanted was to exist peacefully, in coexistence with fellow classmates of mine. I was a timid fellow who was too shy to open up to new people. I liked to make friends with a slow pace, knowing and expressing myself with time. I don't remember the first few years in school, but what I do remember is that from the tender age of eleven years, I was tagged “girly” in class. I remember that my fourth-grade teacher had asked me in front of the whole class why I walked like a girl and sat like a girl, to which I had no answer. I kept my head down, while everyone around me laughed. I used to walk on my toes (not letting my heels touch the ground) from a very young age and that was a point of contention for others around me, even though it did not really perturb me much. That led to an entire conversation about how I had not made many friends in class and how I stayed in class during the break time, 'like a girl'. The teacher chided me and made a rule that no one should stay inside the class during break time. I was heartbroken but I was patient. I accepted it, and moved on.

I didn't want to play cricket where our hands were used for batting, nor did I want to go under the blazing sun to play football with aggressive and swift boys who seemed to know nothing other than pushing and jolting each other. I tried talking to people, but most of their conversations surrounded cartoons or football matches that their elder brothers or fathers had influenced them to grow a liking towards. We didn't have a cable television at that time and so I could hardly become a part of such conversations. When I got promoted to class five, thankfully there were no bans on staying inside the classroom during break time. While most boys embraced me with their almost obvious abjection and derision, I enjoyed the quietude of an age-old classroom, playing with my handkerchief in hand, the warmth of my tiffin travelling down my food pipe and the occasional company of people whom I thought were my friends. These “friends” were the same people who rejected the fact of knowing me or being friends with me when bullies asked them why they were friends with someone as sissy as me. I was patient. I accepted that.

Things got worse as I graduated to High School (meant for standards six to twelve students). Worst were those days when the teacher would suddenly decide to change all our seating arrangements. The look of absolute disgust and the uncomfortable exchange of looks with my fellow classmates and my new bench partner, still haunt me to this day. I remember class seven, when my bench partner drew a line in between us on the bench and asked me to stay on the other side of the border. I accepted it. Almost every day I sat patiently on my side of the bench, forced to keep my bag on the floor while his lied on the bench right next to me. The day when I brought a new bag to class, I revolted. I wanted to lay claim to my side of the bench where I could keep my bag. I snapped back and used my hands, only to be tamed by him and two of his friends who physically beat me up and complained against me. I was shifted to the last bench at the furthest margins of the classroom which used to remain unoccupied. I was patient, I enjoyed the quietude. I could finally keep my bag on the bench. I accepted it.

In the ninth standard, my biology teacher asked me why I acted 'like that'. It was absolutely unprovoked. My way of presenting myself apparently irritated her and made her already bad mood, worse. She asked me to not show my face to her because it was 'offensive'. I agreed and I sat patiently. The others around me looked at me with sinister smiles on their faces, their lips pursed- I heard one of them whisper “chhakka sala, gay choda”. But what happened in the class, stayed in the class. It never reached the ears of the principal or my parents, because I wasn't sure what was going on. I was confused, I didn't understand if I deserved to be hurt when I had hardly done anything. I could hardly come to terms with the words 'gay' or 'chhakka'. I was hardly even aware of the meaning of the words.

So, one day I came back home and waited for my elder sister to be done with her college work on the family desktop. In the late afternoon, I typed the word 'gay' on YouTube since that was the only site I was aware of apart from my generic game pages that I was introduced to by my sister. I was shocked. I had never seen something like that. I was curious and I was scared. I didn't know if I wanted it or I was ashamed of myself for watching such a thing. Two young men sat kissing in front of a television, licking syrup off each other's lips. I cowered. I shut it off. I went back to my online game page and decided to forget about it all. However, the thoughts remained.

Tenth standard was interesting. A classmate (who later went on to be the class monitor) came up to me on the first day of school and asked me to not go near him because I didn't belong to his “brotherhood” since he believed I was gay. This time, I understood what he meant. I was patient. I ignored him. I was made to sit at the extreme end row of the classroom, on the very last bench. My class teacher was kind enough to agree to a roll number-wise allocation of seats to students in class and my roll-number happened to place me there. My bench mate simply reallocated himself to his friend's vacant bench after a day, which nobody seemed to notice. I was patient. I accepted it. It didn't mean that the abuses stopped. I was still the “gay guy in the class”.

One day I was called to another classroom where we used to have our Bengali lessons. It was also the section where one of my only friends, a kind hearted introvert fellow belonged. Their class teacher asked me why my name was written on the wall, along with that of my friend, with a heart sign in the middle. I was shocked, astounded and in absolute disbelief. My friend was trying to explain that a class bully had done it. The teacher listened to no one. She asked my friend to clean it up and I was allowed to go back to my class. That was the last day I talked to him.

Friendship, today, is a difficult thing, especially when it comes to being friends with men. I have grown to be extra aware and dubious of men around me. I still shudder when I hear men laugh around me. I become conscious around men cracking a joke, wondering whether I am yet again the comedic relief in their story. I have grown up to be utterly removed from this imagined space of a brotherhood that seem to bond every man, even if they are unknown to each other, which time and again failed to assimilate me and was the cause of so much agony in my life.

But one thing has probably not changed. I still sit with patience, hoping to be heard, to have them sit beside me and listen to my story as I listen to theirs. There is probably a future where one will be looked at for who they are, irrespective of how they imagine and perform themselves. I hope for such a future where I do not have to behave in any particular manner in order to be identified as what I believe I am. There will probably be a future where I would be understood a bit more and face more empathy than hatred. It could also be that all this is just hopeful wondering. But for now, I wish to remain comfortable in what I suppose to be a queer necessity: to never be comfortable with the 'normal'. The word 'normal' has probably caused much pain than relief to people who have been continuously allocated to the margins of a classroom, human interaction, or a larger social reality.

■ *Meghjit Sengupta (He/They) is currently a UGC-NET-JRF Qualified M.Phil Scholar at the Department of Sociology, Jadavpur University. Their area of interest in social science research lies in exploring notions of queerness and gender performance, which feed into their understanding of self and identity. Apart from academics, Meghjit loves to listen to music and is a performer of Rabindra Sangeet.*

রায়ডাকের ডায়েরী

মণিদীপা সিংহ

১
এখনো কি জেনেছ, শীতল সুবাতাস
দ্রাঘিমা জুড়ে জুড়ে কে তোমার ছায়াঘুমের জলে
হেমন্ত ভাসায়, অঘ্রাণ শেষে?

২
এভাবে এসে দাঁড়ালে প্রতিমা তুমি! আজ রাস কুচবেহারে,
মদনমোহন উদযাপন, মেলায় ভিড়ে ভিড়।
তোমার শীতবস্ত্র নেই বলে দূরে বৈরাগী দীঘির পাড়ে গুটিসুটি বসে আছ!
নহবতে সানাই বসে না আজ, যান্ত্রিক গান বাজে,
হরেক আলো আর বেপরোয়া বিকিকিনি ছোট্ট শহরের।
এক খাতা কবিতা, পথের মিছিলের দাম নেই কোন,
তোমার সোয়েটার কিনতে গিয়ে বুঝি, দেখি সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত উত্তাপ
জুড়িয়ে গিয়েছে কখন!

৩
হেমন্ত এখানে যেভাবে আসে, অন্য কোথাও সেভাবে আসে না।
পাতায় পাতায়, নদীতে, মধ্যরাত থেকে ভোর অবধি ঠায় খোলা ছাদে
আজানের মত নিখাত ঈশ্বরী এক হেমন্ত এখানে নেমে আসে,
কিচ্ছু চায় নি সে আমার কাছে, সস্নেহে হেসে চলে গেছে!
আর এই প্রথম আমি আয়না ভেঙে ফেলে সমস্ত টুকরো থেকে
নিজেকে কুড়িয়েছি দু'হাতে।

৪
তোমাকে ফুলের কথা বলি?
যে ফুল চেনেনি কেউ, যার কোন প্রয়োজন নেই কারুর বাগানে,
অথচ মাটিতে এভাবে ফোটে যেন প্রদীপ জ্বেলেছে কেউ।
তাদের তুলে আনি ঘরে, নীরবে গুছিয়ে,
কোন অবসরে তোমায় দেখাব বলে।

৫
দেখো, এই যে অমেয় জল আসলে তো হাওয়া-
কিছুটা লুকোয় আর কিছুটা পোড়ায়,
কিছুটা চেনায় আর কিছুটা জুড়ায়,
অথচ সরে সরে যায় ঢেউয়ে অলীকবেলায়।

৬
যেহেতু আমিও ভালবাসি নিভৃতে
নিজস্ব আকাশ, বৃষ্টি ও ফুল,
ভাসমান সজল দীঘিতে,
তাই কখনো বলিনি তোমাকে থেকে যাও।
এখনো তো রয়েছে বাকী পথে পথে
ঘুঙুর কুড়োন সময়ের। এখনো তো হয়নি চেনা।
কতটুকু আর বলো, বুঝেছি নীরবতা আমাদের একসাথে?
তাই, এখনো বলিনি, থেকে যাও।

৭
এখনো ম্যাজিক ভুলিনি আমি।
হাতের তালুতে দেখ, ঈশ্বরী গান কিছু ভরে থাকে।
চোখের ভেতরে চোখ যদিও লুকোয় যোগাযোগহীন রাতে।
ভাবি, যদি দেখা হয়ে যায় কখনো তোমাকে বলবঃ-
দাঁড়াবে এখানে? এতদিন জমে জমে শব্দেরা বোবা আজ,
নদীর নুড়ির মত অঝোর গুণেছে শুধু।
দেবে কি সময়? যদি চাই গোছাতে তাদের? নিজেকেও?
যদি বলি সত্যি সত্যি এভাবে কাউকে লিখিনি এর আগে?

৮
জেগেছে অতল কেউ এ কঠিন শহরে কি আজ?
ছাপোষা ভিরু মোড়, কেউ কেউ কত কিছু চায়!
আমি তো চেয়েছি ভিড়, যে ভিড়ে শ্বাস নেওয়া যায়।
যে ভিড়ে মানুষ হাঁটে, বাঁচে দু'হাত ছড়িয়ে খাম্বাজ!
বাতাসে বাতাসে তুমি ছড়িয়ে পড়েছ, যেন আলো
এখুনি নুয়ে নুয়ে আজানু হেসেছে রাজপথে,
যার ঘিরে ঘিরে সাজ, চেনা সাদা ও কালোর শপথে,
যেন জেনেছে মণি, কার কাজলে এ ফাগুন ঘনালো!

৯
তোমাকে সান্ত্বনা দেব এমন চিঠি তো কখনো লিখিনি,
সাহায্য তোমার প্রয়োজন নেই!
যে ভাঙন সমুদ্র দেখেছে শুধু, তার সংগোপন শোক,
সেখানে কারুর প্রবেশ নিষেধ।
আমি শুধু দুটি হাত ভাসিয়ে দিলাম স্রোতে স্রোতে,
কোন একান্ত বিকেলে যদি চাও, হাত রেখো, জলে।

■ মণিদীপা স্যাফো ফর ইকুয়ালিটির বন্ধু।

(ব)অংশবিস্তার

নাসিমা

প্রিয়তমা,
যারা পৃথিবীর গভীর ক্ষত আর ক্ষতি বোঝেনি,

এই মাটির শ্রম আর বৃষ্টির ঋণ বোঝেনি
গা ভাসিয়ে যারা
কোলাহলে হারিয়েছে ভাষা,

শুধু নিজের বীজ রেখে যাবে বলে

আপন খেয়ালে

কারণহীন বংশবিস্তারে
বাড়িয়েছে আরো জীবনের ভিড়,

যারা কর্তব্যভ্রমে
শুধু নিজ সন্তানের মাথায় চুমু খেতে শিখেছে,

আর জেনেছে সেখানেই পৃথিবীর শুরু আর শেষ,

তবু অপর জীবনের অপার অপচয়ে
কাঁপেনি যাদের বুক,

আয়নায় তাকিয়ে জাগেনি আপন নীতির সংশয়,

-তাদের তুমি ক্ষমা কোরো!

শুধু আমরা দুজনে জানি কিভাবে আমরা
ধৈর্য আর মর্মস্পর্শ শিখেছি
যাপনে এবং কষ্টে!

■ নাসিমা পেশায় একজন অধ্যাপক এবং তিনি নিজের অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরের প্রবাহগুলোকে যেভাবে অনুভব করেন সেই অনুসন্ধানকে লেখালিখির মাধ্যমে মাঝে মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করেন !

The Neighbor
(Berlin Romance Series)

Aulic

Episode 4. The Housewarming Party

Sarah's apartment overlooked the quiet backyard with a balcony opening to the East. She woke up absolutely in a good mood, as the early autumn sun was shining meekly on her face, caressing her forehead with a gentle kiss. It was the morning after the eventful evening at the neighbor's place on the other side of the hallway.

Sarah broke into a wide grin, as she thought of Amina, the woman with a child's face and aged, wise wrinkles at the corner of her adult eyes. Shira, the kitten, was slowly waking up beside Sarah, opening one eye, as if winking at her.

Sarah took Shira in her arms and kissed her ears, fumbling with the earlobes: "Na, na you naughty kitten. Do you also like our neighbor? Finally you get some raw fish, na? In our vegetarian kitchen you stand no chance."

Shira said "meow" in a way that made Sarah feel that her kitten agreed. Now Sarah felt jealous. She could share her bed with more than one person but sharing Shira with anyone? The thought made her wince.

"No my darling. I don't share with you anyone." Then a wicked thought came to her mind and she said, "Well I guess I already shared you with the new neighbor, right? I actually don't mind doing that. She lives on the same floor. Maybe she can keep an eye on you when I am at work all day! Na Shira? Would you like that?"

Shira fell asleep again, making a soft purring sound. "Oh you lazy cat. Go on, sleep all day. I, a human, must go to work."

Sarah got up and took a long hot shower. The neighbor had an effect on her unlike anyone she had met in the last few years. What was it about her? First of all, her face and eyes yes. But also the wild mix of reticence and sudden bursts of enthusiasm.

"Amina. A M I N A. What a beautiful name. Begins and ends with a vowel, making my mouth wide. Amina...Amina... the more I say that name, the more it melts in my mouth!" Sarah suddenly felt excited and aroused. As the hot water ran on her naked skin, she began to touch her own face, neck, shoulders, breasts and slowly going down to the navel and below, she went deeper and longer, feeling sudden pangs of lust and joy. Until she stopped with a long sigh of relief and pleasure.

"That was good! I have not done this in a shower for a while. Thanks Amina!" Sarah winked at the mirror, imagining Amina standing in the bathroom.

Suddenly her eyes fell on the clock.
"WTF! I am so late. Oh this Amina. What are you doing to me?"

Sarah quickly dried herself, put some dry cat food on the aluminum bowl at the corner, filled another pot with water, planted a hasty kiss on sleepy Shira, before hurrying through the door to catch the morning train to Potsdam.

2. [During the week]

Amina was extraordinarily busy that week. As a freelancer programmer she always had these brief intense periods of work schedule where she hardly slept or went out. Followed by weeks of no work when she had plenty of time on her hands to spend with indolence, binge-watching Netflix, ordering pizza, and eating in bed.

Amina knew that she had to fix her unbalanced work life situation. She had very few friends whom she met offline, in the physical world out there. Most of her friends were online nerds like hers. Or, they lived thousands of kilometers away, like Deepa.

The current assignment was a bit more complicated than the usual programming gig she had done before. Amina got fully absorbed in solving the puzzle. Usually she found her regular work assignments boring. But complicated assignments excited her.

Amina thought about Sarah all week, perhaps a lot more than what could be considered appropriate. Amina spent the whole day in her apartment after the unexpected encounter with the new neighbor, expecting that Sarah might drop in, needing some help in setting up her apartment.

But the neighbor did not knock at the door. Several times Amina thought that maybe she should go and knock on Sarah's door, but then decided against it.

"Don't show too much eagerness. You will scare her away. She invited you to the party. Make sure that you are dressed up for the occasion." Deepa offered her unsolicited advice, although Amina was not asking for it. But Deepa was right. Amina had already offered her support to Sarah. The ball was in the court of the neighbor, so to speak.

"Take it or leave it!" Amina thought, after waiting the whole day for Sarah.

The email with the assignment had arrived later on Tuesday evening in her inbox. Amina got excited thinking of this month's paycheck. She could finally afford a holiday outside Germany. Besides, she really liked to work out this puzzle. From Tuesday to Friday Amina worked nonstop. She did not eat much, and ordered pizza in the evening, to take a few bites before dropping dead on her bed.

Amina wondered a few times about Sarah but the assignment required her full attention. After the Sunday evening incident, she also bought a pair of soundproof headphones, so that no macho asshole could ever bother her by ringing her doorbell. Amina could now work without any interruption.

She typed away blissfully in silence for the next four days. Sometimes to clear up her head, she listened to punk rock. The high-pitch shouting shut her mind off everything, except the task in front of her.

It was finally Saturday morning. Amina completed the last line of the program, sent the final email, and switched off her laptop. She took a deep breath in and collapsed on the floor. Laying there she watched the clouds through her window, tracing their different shapes, imagining multiple creatures hiding behind them.

Amina fell asleep out of pure exhaustion. Suddenly the alarm "To Do" rang.

"New Neighbor! Housewarming!" Amina always wrote down the reason behind why the alarm would ring, otherwise she tended to forget why she had to wake up.

"Oh shit! I totally forgot." Amina cursed at herself. "What time is it?" She looked at her phone. It was six o'clock in the evening. "Oops!" She slept for eight hours at a stretch! Outside the sun had already set. Everything was dark inside the room.

Amina got up, splashed cold water on her face, and stretched herself.

"Let me think! What should I get her? Cake, flowers, houseplant? Hmm. Maybe some herbs? She seems to be the environmentalist type. They always like plants as gifts."

3. Saturday evening at Sarah's place

It was eight in the evening. There was no sign of Amina. Sarah was pacing back and forth, watching the door every fifteen minutes. Max and Samar, two of her closest friends, came over late afternoon to help her carry the rest of the packing boxes. Together they tidied up the place and decorated it in a retro style.

Max, Samar, and Sarah have known each other since their university days. Samar traveled between her home in Berlin and her workplace in Bayreuth in the south. The three of them could therefore only meet on weekends. Max was in the first month of unemployment. He had plenty of time on his hand and came earlier, to hang out. He was of not much help, until Samar came and spanked him on the back, literally.

Sarah had already told them all about the attractive neighbor! Max had been informed even about what happened the morning after, in the shower, before Samar arrived. Samar was not at all into sex talks and felt embarrassed whenever her two queer, polyamorous friends exchanged steamy stories.

"Why do I always hang out with you two? You are only interested in sex!" Samar sulked and hit Max with a pillow.

contd. to page 8

এক অর্ধ লাবণ্যময় বাস্তব

গ্রেস

‘‘গ্রেস, আমরা কি পারবো?’’ এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু এই যাত্রা! সবথেকে বড় প্রশ্ন গ্রেসের নিজেকে ‘‘গ্রেস তুমি কি পারবে?’’ সব অন্ত যেমন এক নতুন প্রারম্ভ সেরকম সব প্রশ্ন এক উত্তরের ভূমিকা!

এই যাত্রা শুরু আজ থেকে ঠিক দু’দশক পূর্বে। জীবন বুঝতে পারার ঠিক প্রাক মুহূর্তে। জীবনের খাতায় নিজের কার্যকলাপ নথিভুক্ত করার আরম্ভে। পুরুষত্ব ও নারীত্ব তখন বোধবুদ্ধির খাতায় বিদেশি শব্দ! নিজেকে আমি এক সরল গাণিতিক বিষয় হিসেবে মেনে নিলেও সমবয়সী কোনো ‘‘বন্ধু’’ নামক শব্দের কাছে এক বিস্ময়কর বস্তু। পারিবারিক পরিবেশে কেমন যেন একটু হাস্যকর ও এক বিরক্তিকর প্রশ্ন! পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের পার্থক্য বোঝে ওঠার পর্যায়ে আমি আমার পরিচিতদের কাছে কেমন যেন ক্লীব লিঙ্গ। রক্তমাংসের গঠন কিন্তু সঠিক সংজ্ঞাহীন। জীবনের প্রারম্ভ যদি একটি কঠিন প্রশ্ন তখন সেই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে নিজেকে বুঝে ওঠাই বয়সে বেড়ে ওঠার মূল লক্ষ্য। এই রক্ত মাংসের দলার সামাজিক সংজ্ঞা ‘‘মানুষ’’ হয়ে ওঠার লড়াই হল গ্রেস অর্থাৎ আমার কাহিনী! নিম্নলিখিত পরিচিত অপরাধী শব্দদল দিয়ে বর্ণিত লেখ্য হিসেবে এক প্রচেষ্টা!

২০১০, জীবনে প্রথম সমাজ বর্ণিত এক পুরুষকে পছন্দ কিন্তু আমিও তো সেই সমাজ বর্ণিত এক পুংলিঙ্গ! সব যেন এক অপ্রত্যাশিত অনুভূতি, তখন সেই বিষয়টি পুরো বিদ্যালয়ের চর্চিত বিষয়; এক ‘‘বন্ধু’’—র বিশ্বাসঘাতকতার ফল। কিছু সমকাঙ্ক্ষিক পরিচিত মুখ যখন শরীরের কিছু অঙ্গকে জোর করে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্পর্শ করত এবং তার পরবর্তী শারীরিক ব্যথা তখন বিশ্লেষণহীন যা এখন ধর্ষণ নামে পরিচিত। এক শিক্ষককে সেই বিষয়ে নালিশ করলে জানতে পেরেছিলাম সেটার মূল কারণ নাকি আমার অসামাজিক পরিচয়বোধ। সেই সময় থেকেই লড়াই শুরু সমাজ বর্ণিত পুরুষ হয়ে ওঠার যার মূল কারণ আমার অপরাধ বোধ নয় কিন্তু শিক্ষকের বলে থাকা এক বাক্য ‘‘তুমি যদি নিজেকে সঠিক পুরুষ বানিয়ে উঠতে না পারো আর সেই শারীরিক নির্যাতন বিষয়ে তোমার পরিবার জানতে পারে তাহলে তোমার বাবা মা আত্মহত্যা করবে ’’। দিনটি ছিল আমার জন্মদিন তাই আমি মৃত্যু র কারণ হয়ে উঠতে চাইনি তাদের যারা আমার জন্মের কারণ। শব্দ যে ভীষণ শক্তিশালী সেদিন ষষ্ঠ শ্রেণীর আমি বুঝতে পারি।

তারপর থেকে লড়াই শুরু পুরুষ হয়ে ওঠার কিন্তু আজকে দাঁড়িয়েও আমি পুরুষ বা নারীর সেই সংজ্ঞা বুঝে উঠতে পারিনি কারণ পুরুষ কি সে যে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে বা নারী কি সে যে মহাকালিকার প্রতিরূপ? সমাজ বিরোধী অপৌরোষিক গঠন আমি তাই নিজেকে সমাজ বান্ধবিক পুরুষ সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে তোলার বন্দবস্ত। লড়াই চলছিল মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত। কিন্তু সেখানে হঠাৎ দেখা হয় এক রূপান্তরকামী মান ও হুঁশ বিশিষ্ট সংজ্ঞার সঙ্গে। আমার নিজেকে বুঝতে তার প্রধান চরিত্র। সে আমাকে বুঝিয়ে ছিল যে অন্যদের মান্যতার থেকে আমার নিজেকে গ্রহণ করাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিন ঠিক করেছিলাম যে প্রথম আমি নিজের সব থেকে বড় ভয়কে অতিক্রম করব । সেই ভেবে মা ও বাবাকে জানানো। তাদেরকে জানানোর প্রতিফল স্বরূপ একটি প্রশ্ন পেয়েছিলাম ‘‘ তুই কি সব পুরুষকেই পছন্দ করিস?’’ আমি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস করলাম বাবাকে ‘‘তুমি কি সব মহিলাকে পছন্দ কর?’’ আমাদের মিলিত উত্তর ছিল ‘‘না’’। বাবা মা আজও মেনে নেয় নি কিন্তু এক বোঝাপড়ার ফলস্বরূপ আমি নিজেকে আর বন্দী করে রাখিনি এবং সেটা তাদের অজান্তে কিন্তু সেটা আমার সাহসিকতার পরিচয় নয় বরং আমার পরিচিত আমার মতন অনেক মানুষের জীবন সংগ্রামে সহযোগী হবার জন্য। আইনের ছাত্র হবার কারণে আমি সম্মুখীন হয়েছিলাম এক ঘটনার যেখানে এক সমকামী জোড়াকে অনেক সামাজিক এবং তার পরবর্তী সময়ে আইনি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই দিন ধারণা করে নিয়েছিলাম যে চুপ করে বসে থাকা বা সমাজের ভয়ে প্রতিবাদ না করা সমাধান নয় বরং এটি সমাজের ভুলকে সঠিক প্রমাণ হতে সাহায্য করা। সেই ভুলের ভুক্তভোগী শুধু আমি একা নয় বরং আরো তারা যারা নির্দোষ হয়েও মূল সামাজিক বর্ণনায় ‘‘অপরাধী’’!

জুন, ২০২২; বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার আইনী স্নাতক শিক্ষার শেষ পর্যায়ে দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছিলাম যে আমার অবর্তমানে আমার মতন আরো যাদের মানুষ স্বীকৃতি পাবার লড়াই এই প্রতিকূল সামাজিক স্তরে তাদের যেন আমার মতন মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে না হয় তাই একটি শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান করে যেতেই হবে। সেই থেকে হাতে খড়ি ‘‘প্রিজম’’-র। কলেজে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হল সেই অনুষ্ঠান। আপ্রাণ চেষ্টা ও লড়াই সেই সমতুল্য সামাজিক মানবিক সংজ্ঞাতে নিজেদের কে নথিভুক্ত করার। বারংবার প্রশ্ন সবার ‘‘গ্রেস আমরা কি পারবো?’’ সাথে আমার নিজেকে প্রশ্ন ‘‘গ্রেস আমি কি পারব?’’ অনুষ্ঠানের পর একজন শিক্ষার্থী আমার কাছে এসে বলেছিল ‘‘আজ থেকে আমি ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাথা উঁচু করে নিজের মত করে বাঁচব। ধন্যবাদ আমার ভয়কে দূর করার জন্যে ’’! এটি হয়ত সেই উত্তর যেটির ভূমিকা ছিল আমার নিজেকে নিজে করা সেই প্রশ্ন। পরবর্তীতে আরো অনেক ঘটমান দূরঘটনা জানতে পেরে পুরোদমে শুরু এক বিরতিহীন লড়াই। দার্জিলিং, কার্সিয়াং, সিকিম এবং কালিম্পং পাহাড়ে ‘‘প্রাইড’’ অনুষ্ঠিত করার পর বুঝতে পারলাম যে যখন নিজেকে আমরা নিজেরাই গ্রহণ করি তখন পারিপার্শ্বিক মানুষ ও সমাজ বাধ্য স্বীকৃতি দিতে এবং সবশেষে শিলিগুড়ি প্রাইডে স্বক্রিয় অংশগ্রহণ আমার জীবনের এক অধ্যায় যেন পরিপূর্ণতা পেল।

সমাজে মানবিক অধিকারের জন্য লড়াইয়ের সাথে নিজের আভ্যন্তরীণ লড়াই থেকেও শেখা অনেক কিছু। ছোট থেকে যখন নিজের শারীরিক লিঙ্গের সামাজিক সংজ্ঞার সাথে লড়াই তখন মনে করেছিলাম হয়ত এই লিঙ্গ হল সমস্যা তারপর রূপান্তরকামী হিসেবে নিজেকে বোঝা কারণ সমাজে দুটি লিঙ্গকেই প্রাধান্য পেতে দেখা সাথে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে রূপান্তরকামী পরিচয়। প্রথম ভালবাসা পুরুষকে দিয়ে শুরু হলেও কিছু সময় নারীর প্রতি আকর্ষণ তারপর নিজেকে সমস্ত সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে নেবার লড়াই। কেমন যেন নিজের নিজেকে সংজ্ঞাহীন বোধ করা। এরপর অংশগ্রহণ করা এক রূপান্তরিত নারী সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়। সেখানে একজন রূপান্তরিত নারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করার প্রচেষ্টা। যেহেতু আমি শারীরিক কোনো পরিবর্তন করিনি নিজের একটু অসুবিধে বোধ হয়েছিল। কিন্তু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলাম তখন যখন নিজেকে রূপান্তরিত করার ইচ্ছে যেন হারিয়ে গেল কারণ সবার লড়াই সামাজিক বর্ণিত লিঙ্গ বর্ণনায় নিজেকে খুঁজে পাবার। কিন্তু আমি সেই বর্ণনায় যেন অনুপস্থিত। না পুং, না স্ত্রী, না ক্লীব, না উভলিঙ্গ, আমার আত্মার যেন কোন লিঙ্গ বোধ নেই, যেন লিঙ্গহীন। মানসিকভাবে পুরোপুরি বিপর্যস্ত পর্যায়ে বুঝলাম মূল সমস্যাটি লুকিয়ে আমাদের সবার নিজস্ব মানসিকতায় আর নিজেকে এক সমাজ বর্ণিত সংজ্ঞাতে মিলিয়ে নেবার।

জীবনের লড়াইয়ের শুরু ভালবাসার অধিকার নিয়ে, এখন লৈঙ্গিক মান্যতার। নিজেকে নিজে বোঝার এবং গ্রহণ করার। জীবন ভীষণ সুন্দর এক ধাঁধা। সমস্ত সংজ্ঞা ও বর্ণনা থেকে অনেক দূরে। এটুকু বুঝতে পারা যে ২০২৩ বছরের থেকে অনেক বেশি পুরোনো এই বিশ্বের সবকিছু গড়ে ৬০ বছর আমাদের জীবনকালের মধ্যে জেনে নেবার জেদ এবং তাও শুধু আমি যেই ধারণাকে সাবলীল সেই ধারণায় মেনে নেবার ফলস্বরূপ এই মানসিক সংগ্রাম যেখানে অনেকে আমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলি। জীবন অনেক সুন্দর, আমরা সবাই ভিন্ন, তার মধ্যে এক সুন্দর মিল একটাই যে আমরা সবাই মানুষ। সব প্রকার ভালোবাসা, সমস্ত লিঙ্গ এমনকি লিঙ্গহীনতা বোধ পর্যন্ত সুন্দর। আজ আমি লিঙ্গের সামাজিক সংজ্ঞা নির্বিশেষে ভালোবাসাতেই বিশ্বস্ত এক লিঙ্গহীন মান ও হুঁশ বিশিষ্ট এক আত্মা যে ‘‘গ্রেস’’ নামে পরিচিত।

■ গ্রেস (সর্বনাম বিহীন) এক আইনজীবী, এক লিঙ্গহীন আত্মা যে মানবিক অধিকারের লড়াইয়ে সক্রিয়

The Neighbor

Aulic

contd. from page 6

Sarah raised eyebrows in mock anger and said, "Not true. I am passionate about the environment."

Max grinned and said, "It is all about nature! And sex is a natural act!" He then winked at Sarah and turned to Samar, saying, "If you only knew what Sarah did in the shower after meeting the hot neighbor for the first time!!!"

Now Sarah and Samar both hit him with pillows. Three of them got into a pillow fight, like old times. But Samar was curious when she heard that the neighbor was called "Amina".

"Oh my Lord! I was so tired of the series of white lovers you have had. You needed to diversify, woman! Thank God!" Samar said to Sarah.

"Well, the lesbian Muslim neighbor made this secular Protestant Scientist, for future, come...."
Max joined in.

"People! Stop, give me a break!' Sarah was complaining.

"I'm hungry, girls! Let's eat!" Max said impatiently, chewing the sweet potato chips. Samar joined him, "I'm hungry too! Where is your hot neighbor? It is almost nine! Where is she?"

The doorbell rang. Max ran out to open the door. Sarah was trying to stop him. Max resisted her and opened the door, saying, "Hello there, good neighbor!"

Amina was a bit puzzled seeing a complete stranger greeting her. She said,"Is this Sarah's place? Am I right?"

Sarah kicked Max on the heels and pushed him out of the door and said,"Don't mind him. Come in. I thought you would not come."

"Why would you think that? You invited me and I said yes." Amina looked puzzled again.

Samar joined the crowd and said, "We were pestering Sarah to set up dinner. But our friend here was waiting for you to come." She extended her hand to Amina and said, "I am Samar, Samar Muhammadi. You are Amina right?"

Amina's face lit up, seeing Samar, another woman of color in the room. So she would not be the only non-white person here, then. What a relief. Usually in the queer spaces in Germany, and even in Berlin, Amina would always find herself to be the only woman of color. That bothered her a lot.

Seeing Samar, Amina started to relax.

Max came and hugged her, "Welcome to the inner circle, girl! I am Max. Max Müller. Pronoun he or they, as you prefer."

Amina didn't know if she liked Max or not. He was too friendly for her taste but the way he said, "Welcome to the inner circle" melted her heart. She said, "Hi Max! I am Amina."

Max rolled his eyes and winked at her, "We all know who you are, darling!"

Sarah blushed and before Max gave away more embarrassing information, she said in a hurry, "Come, let us eat. I am starving."

[End of Episode 4. To be continued with Final Episode 5 “To Kiss or Not to Kiss”]

- *Aulic (she/her) is a writer of 3 worlds against heteronorms, racial capital, and ethnocentrism. She is a full-time writer, part-time traveler and educator, navigating fiction, songscape, and creative non-fiction. Twitter@Aulic_Anamika*

Painting name: Under the Veil

Artist: Sayantoni Banerjee, goes by Toni (they/them)

Medium: Watercolour on paper

Painting description:

"The idea for this painting almost came to me in a trance. I was meditating on how I perceive myself, picturing a thin veil separating my real self and people's perception of me."

- *Toni is a queer, non-binary artist based in Kolkata. Their paintings are inspired by surrealist motifs and mainly engage with themes of gender, depression, body image, identity, and dysphoria.*

Sappho for Equality

Administrative Office & Resource Centre :
21 Jogendra Garden (S), Ground Floor,
Kolkata - 700 078

E-mail : sappho1999@gmail.com
Website : www.sapphokolkata.in
Contact : 033 2441 9995 (10 a.m. - 6 p.m. Except Mondays, 2nd & 4th Sundays)
Helpline : 098315 18320 (10 a.m. - 6 p.m.. Except Mondays, 2nd & 4th Sundays)

Edited by Swakanthey Editorial Team, Published by Sappho for Equality, 21 Jogendra Garden (S), Ground Floor, Kolkata - 700 078.